আমীরুল মুমিনীন
মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ হাফেযাহুল্লাহ্-এর বার্তা





www.esabahmediabd.wordpress.com

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ হাফেযাহুল্লাহ্-এর বার্তা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّابَعْدُ

<u>জুন, ২০১২</u>

মুসলিম ভাই সকল!

নিশ্চয় আপনারা অবগত আছেন যে, আফগানিস্তান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ার ফলে স্বীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য এর উপর একটি কঠিন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন উপনিবেশিক শক্তি-ধর রাষ্ট্রগুলো চাচ্ছে যে, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অজুহাতে নিজেদের ঘাঁটি তৈরী করবে। উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে অনেক রাষ্ট্রকে জোটে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং জাতীসংঘকে স্বীয় দাসী বানিয়ে নিজের স্বর্থে ব্যবহার করছে।

অতএব, সকল মুসলিমদের নিকট আমার আবেদন যে, এমতাবস্থায় তাঁরা অপপ্রচার ও প্রোপাগন্ডায় কান না দিয়ে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করবেন এবং আমাদের মাযলুম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য স্বীয় নৈতিক দায়িত্ব আদায় করবেন। - আপনাদের প্রতিদান তো আল্লাহর নিকটেই বিদ্যমান। ওয়াস-সালাম।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ হাফেযাহুল্লাহ্-এর বার্তা বিদেশী দখলদারদের প্রতি!

<u>জুলাই, ২০১২</u>

তোমাদের জন্য উক্ত অর্থহীন যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে তোমরা অতিদ্রুত যুদ্ধ বন্ধ করবে। কেননা যদি উক্ত যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয় তবে দিন দিন তোমাদের সৈন্যের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিণামে জান মালের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু হবে না।

তোমাদের এটা জানা উচিত যে, এটা আফগানদের রাষ্ট্র। আর আফগান জনগণ স্বীয় রাষ্ট্রকে পরাধীন দেখতে চায় না। দখলদার শক্তি যতদিন এখানে অবস্থান করুক না কেন, আফগান জনতা তাদের বিরুদ্ধে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে। যদি তোমরা কষ্ট করে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরাও, তবে শিক্ষণীয় অনেক কিছু পেয়ে যাবে।

সুতরাং উত্তম হচ্ছে, তোমরা যুদ্ধের জ্বলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিয়ে উক্ত ভূখন্ড পরিত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। কেননা তোমরাই যুদ্ধ ও বিবাদের প্রকৃত কারণ।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ হাফেযাহুল্লাহ্-এর বার্তা

আগষ্ট, ২০১২

আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য ও মুজাহিদদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার বরকতে এখন দখলদার শত্রুর পরাজয় ও অপমানের সময় ঘনিয়ে আসছে এবং যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত দুশমনদের কাছে মিডিয়ার মাধ্যমে উস্কে দেয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। তারা মিডিয়ায় নিজেদের সফলতার কথা বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা তো আমরা ও আপনারা প্রত্যক্ষ করছি। শত্রুরা প্রতিদিন দেশের প্রত্যেক স্থানে পিছুহটা ও অবরোধের অবস্থায় রয়েছে এবং জানমালের ক্ষতির মুখে পড়েছে।

উক্ত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এখন তারা আলোচনা এবং ধোকাপূর্ণ নিরাপত্তার কথা বলছে; যেন তারা এর মাধ্যমে নিজেদের উপর থেকে সামরিক চাপ কমাতে পারে। যেহেতু শত্রুরা শক্তির জোরে আমাদের ঘরে ঔদ্ধতা প্রকাশ করে আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে; ফলে আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র পথই হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আমাদের মুজাহিদ কওম কখনও জিহাদের পথে ক্লান্তি অনুভব করবে না। কেননা জিহাদ হচ্চে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয ও মহান ইবাদত; যা ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেয় না।

এবং এটা অত্যান্ত গর্বের বিষয় যে মুজাহিদীন ও সাধারণ ভাইয়েরা দ্বীন, পবিত্রতা ও দেশের স্বাধীনতা ও প্রতিরক্ষার জন্য জানের কুরবানী করে যাচ্ছেন এবং তারা শত্রুদেরকে এরূপ অনুমতি প্রদান করবেন না যে তারা গোপন

তৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে
ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ হাফেযাহুল্লাহ্-এর বার্তা মুজাহিদ ভাইদের প্রতি!

সেপ্টেম্বর, ২০১২

* আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে স্বীয় দ্বীনের সেবা করে নিচ্ছেন এবং জিহাদের ন্যায় মহান ইবাদতে লিপ্ত রেখেছেন। আপনারা তো প্রতিটি মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত রয়েছেন এবং স্বীয় দ্বীন, জনতা ও দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এটাতো আপনাদের দৃঢ় ঈমান, সৎ সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দ্বীনি আত্মমর্যাাদাবোধ, নিষ্কলুষ ও মহান স্বভাবের একটি প্রমাণ। হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই গোটাবিশ্ব, বিশেষকরে ইসলামী বিশ্বের জন্য সম্মান ও গর্বের কারণ। নিঃসন্দেহ আপনারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অগ্রনায়ক ও একবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌরষত্বে মহানবীর।

* আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের জিহাদ ও আমাদের কুরবানী তখনই উপকারী হিসাবে প্রমাণ হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এমনিভাবে জিহাদ ও অব্যাহত রাখব যেমন আল্লাহর রসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম রিযওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাঈন করতেছিলেন।

* আপনাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে স্বীয় মাযলূম জনতার জান-মাল ও সম্মান রক্ষার্থে পূর্বের থেকেও অধিক গুরুত্বারোপ করবেন। আপনাদের উচিত হবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহান চরিত্রের আলোকে লোকদের সঙ্গে ভালবাসা, সম্মান ও কোমল আচরণ করবেন। সুন্দর ব্যবহার দ্বারা জনগণের মন জয় করবেন। জনতাকে কষ্ট দেয়া থেকে সর্বাবস্থায় দূরে থাকবেন এবং যে সকল লোক সাধারণ জনতার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় তাদের সংবাদ স্বীয় দায়িত্বশীলদের নিকট অবশ্যই পৌঁছাবেন।

* জিহাদী তৎপরতার সময়ে এমন কৌশল অবলম্বন করা উচিত যার মাধ্যমে লোকদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি একেবারেই না পৌঁছে। সাধারণ জনতার ক্ষয়ক্ষতির থেকে দূরে থাকার নীতিমালার মধ্যে যে দিক নির্দেশনা আবশ্যক করা হয়েছে তার উপর আমল করা আপনাদের দ্বীনী ফরয দায়িত্ব এবং ঐ গুলোর বিরোধিতা করা ইহকার ও পরকালে ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি আবারো গুরুত্বারোপ করছি যে, উক্ত কর্মে সর্বাত্মক সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে। কেননা শত্রুরা তো জেনে শুনে সাধারণ জনতার ক্ষতি চায়। সুতরাং আপনার ফরয দায়িত্ব হচ্ছে উক্ত সংকটপূর্ণ সময়ে স্বীয় দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করা।

* আপনাদের উপর স্বীয় ইমারাহ-এর পূর্ণ আনুগত্য ফরয। আপনার উচিত হবে আবশ্যকরূপে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা, ধর্মীয় পুস্তকাদীর অধ্যায়ন স্বীয় অভ্যাস করে নেয়া এবং এর সবগুলো দৈনন্দিন তালিকা আকারে হওয়া উচিত।

সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।